অর্থে নতুন ভাষা

এক বছর নয়... এক আলোর দিশা

सत्यमेव जयते

পশ্চিমবঙ্গ সরকার

অর্থ ও আবগারী দপ্তর

সম্মুখেতে চলবে যত
পূর্ণ হবে নদীর মতো,
দুই কূলেতে দেবে ভ'রে
সফলতার দান।

– রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

বিগত এক বছরে রাজ্য প্রশাসনে এসেছে ব্যাপক পরিবর্তন। অর্থ দপ্তরও এগিয়েছে দ্রুত তাল মিলিয়ে।

রাজ্যবাসীদের আর্থিক উন্নতির জন্য স্বচ্ছতা, দক্ষতা ও দ্রুততাকে মূলধন করে ই-গভর্নেন্সের মাধ্যমে এবং আইন ও প্রয়োগ বিধির সরলীকরণ করে অর্থদপ্তর বিভিন্নরকম প্রগতিশীল পদক্ষেপ নিয়েছে। প্রশাসনিক জটিলতা, সুদীর্ঘ কালের দীর্ঘ সূত্রিতাকে পিছনে ফেলে অর্থদপ্তর নিরন্তর প্রয়াস করে চলেছে দ্রুত এগিয়ে চলার।

সহজ, সরল ও সম্মিলিত রিটার্ন

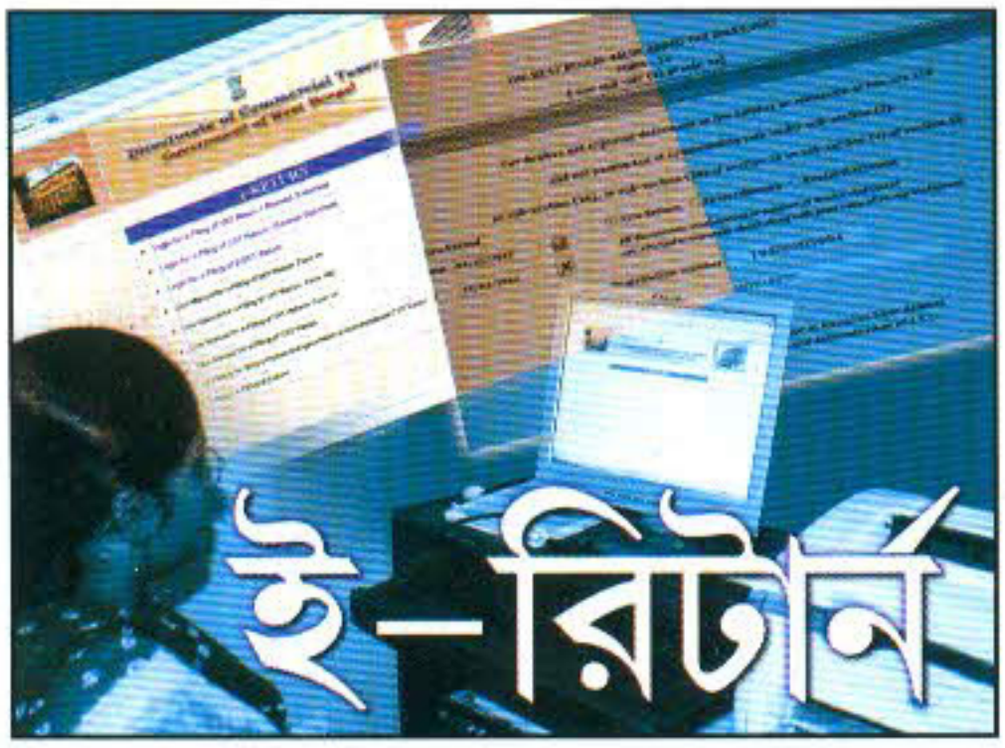

গতবছর পর্য্যন্ত রাজ্য বিক্রয়কর, কেন্দ্রীয় বিক্রয়কর ও ভ্যাট আইনে তিনটি রিটার্ন আলাদা ভাবে জমা করতে হত। প্রত্যেকটি রিটার্ন চেহারায় বড় এবং বেশ কয়েক পাতার। এই রিটার্ন দাখিল করতে ব্যবসায়ীরা বিশষতঃ যারা ছোট, অসুবিধা বোধ করতেন। এই অসুবিধা দূর করার জন্য বিভিন্ন আইনে তিনটি ভিন্ন রিটার্নের পরিবর্তে মাত্র একটি রিটার্নের (ই-সহজ) ব্যবস্থা করা হয়েছে। সম্মিলিত রিটার্নটি (ই-সহজ) আয়তনের দিক দিয়ে আগেকার রিটার্নগুলির তুলনায় অনেক ছোট। এতে ব্যবসায়ীর সময় ও অর্থের সাশ্রয় হবে।

ডিজিট্যাল সিগনেচার সার্টিফিকেটের মাধ্যমে রিটার্ন

পূর্বে কিছু কিছু ব্যবসায়ীকে রিটার্ন অনলাইনে দেওয়ার পরেও কাগজের রিটার্ন জমা দিতে হত। নতুন ব্যবস্থায় ডিজিট্যাল সিগনেচার সার্টিফিকেটের মাধ্যমে অনলাইনে রিটার্ন দেওয়ার পরে আর কোন কাগজের রিটার্ন জমা দিতে হবে না। ছোট ব্যবসায়ীদের ডিজিট্যাল সিগনেচার সার্টিফিকেট সংগ্রহ করার জন্য এককালীন ব্যয় রাজ্য সরকার বহন করবে। এই ব্যবস্থায় একই কাজ দুবার করার দরকার হবে না। পশ্চিমবঙ্গ দেশের কটিমাত্র রাজ্যের অন্যতম হল যেখানে ডিজিট্যাল সিগনেচার সার্টিফিকেটের মাধ্যমে রিটার্ন দেওয়ার ব্যবস্থা চালু করা হয়েছে।

সহজেই অনলাইন রেজিস্ট্রেশন ঃ

ভ্যাট ও কেন্দ্রীয় বিক্রয়কর আইনে রেজিস্ট্রেশন পাওয়ার একটি সহজ ব্যবস্থা রাজ্যে চালু করা হয়েছে। এই পদ্ধতিতে অফিসে কোন ব্যক্তিগত উপস্থিতি ও শুনানীর দরকার হয় না। ব্যবসায়ী অনলাইনে দরখস্ত করেন। অনলাইনের দরখাস্তর অবস্থা জানার সুযোগ দেওয়া আছে। দরখাস্ত মঞ্জুর হলে ব্যবসায়ী তাঁর নিজের কম্প্যুটারেই রেজিস্ট্রেশন সার্টিফিকেট ডাউনলোড করে নিতে পারেন। সার্টিফিকেটের উপরে অফিসারের সই বা সীলের দরকার হয় না।

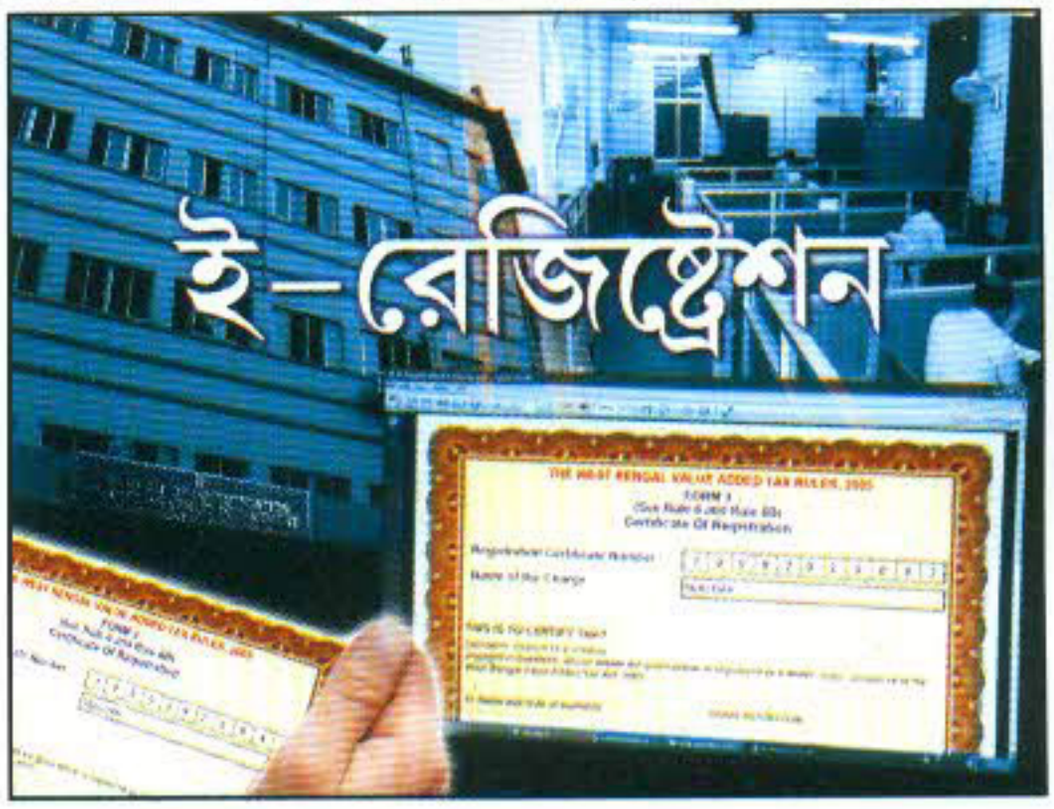

রেজিস্ট্রেশনের এককালীন সুবিধা

ভ্যাট বা বিক্রয়কর দেওয়ার দায়ভার থাকা সত্ত্বেও যারা অরেজিষ্টিকৃত আছেন, সেই ব্যবসায়ীদের রেজিস্ট্রেশন নেওয়ার জন্য একটি এককালীন সুযোগ ঘোষণা করা হয়েছে। এ সুযোগ পাওয়া যাবে ৩১শে ডিসেম্বর, ২০১২ পর্য্যন্ত। রেজিস্ট্রেশন নিতে ইচ্ছুক হলে এই ব্যবসায়ীদের করের নিজস্ব দায়ভার ঘোষণা করতে হবে এবং তার সামান্য অংশ কর হিসাবে জমা দিতে হবে। এই ব্যবস্থা অরেজিস্ট্রিকৃত ব্যবসায়ীদের রেজিস্ট্রেশন নেওয়ার জন্য উৎসাহিত করবে যাতে তারা আইন মেনে খোলাখুলি ভাবে ব্যবসা করতে পারেন।

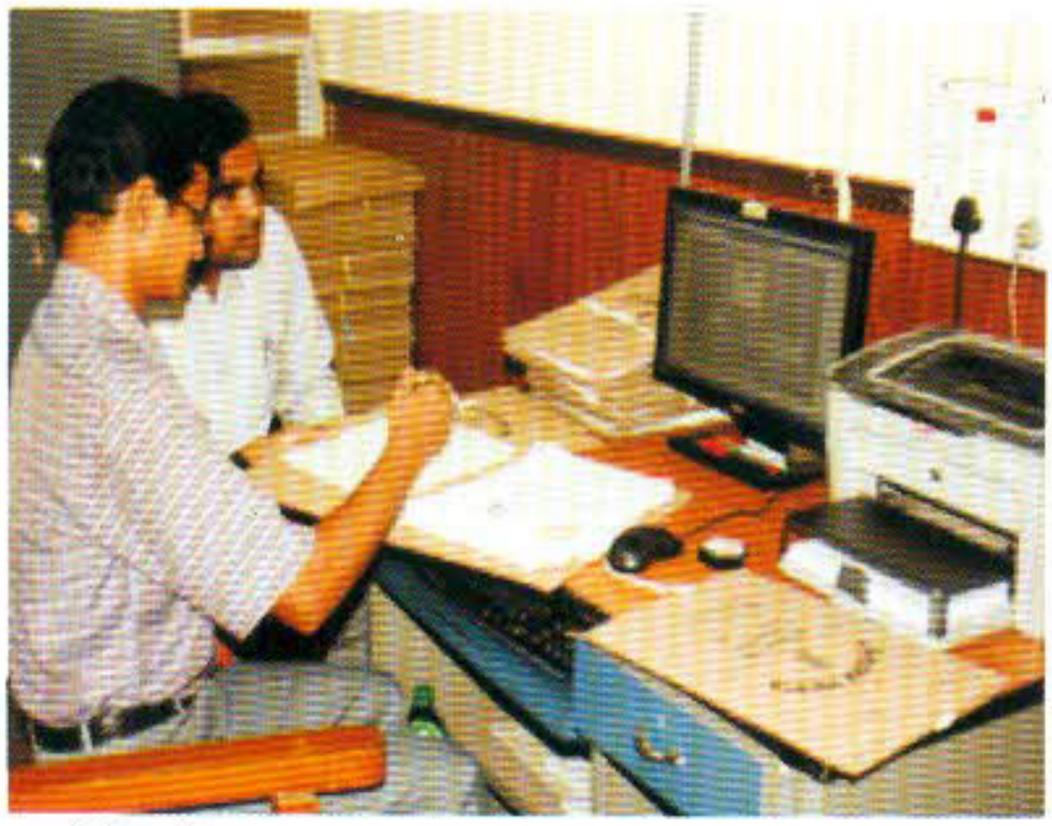

রেজিস্ট্রেশনের অনুমোদন

রেজিস্ট্রেশনের সার্টিফিকেট ছাপা

সহজ পদ্ধতিতে ওয়েবিল তৈরী

পূর্বে রাজ্যের বাইরে থেকে পণ্যদ্রব্য আনবার জন্য রেজিস্ট্রিকৃত ব্যবসায়ীরা অনলাইনে দুটো অংশে ওয়েবিল তৈরী করতেন। অরেজিস্ট্রিকৃত ব্যবসায়ীদের / ব্যক্তিদের বাণিজ্যকর অফিসে এসে নির্দিষ্ট ফর্মে কাগজে দরখাস্ত করে কাগজের ওয়েবিল নিতে হত।

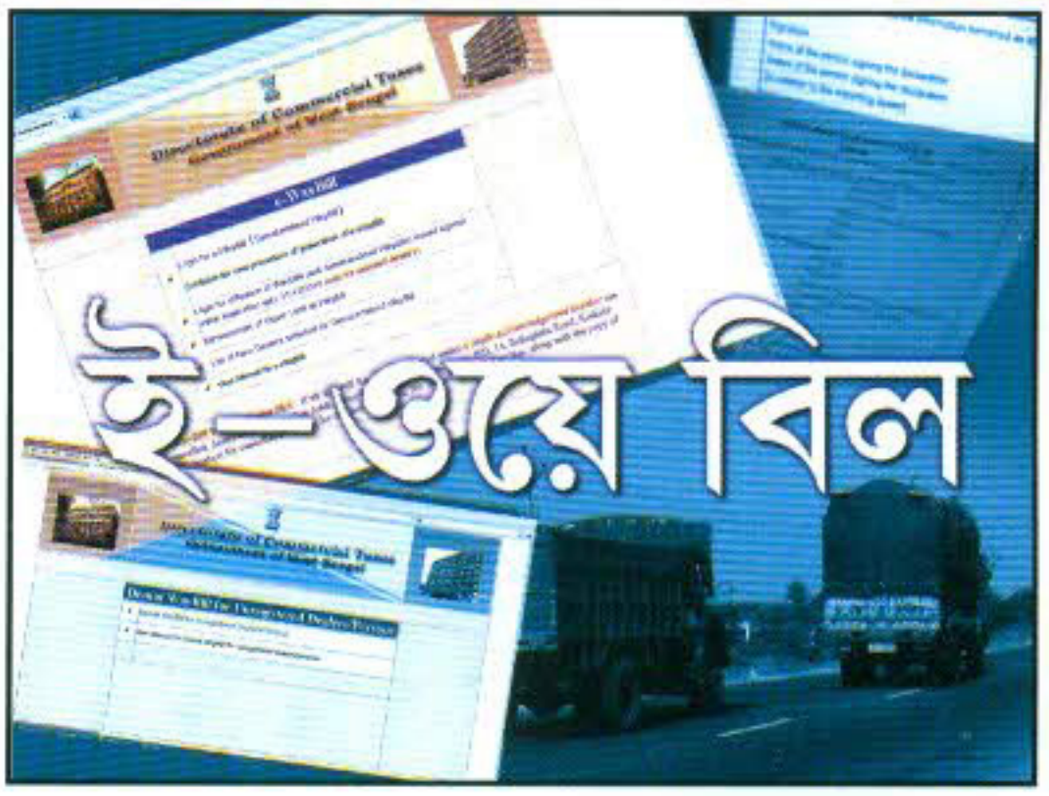

২৪.০১.২০১২ থেকে চালু করা নতুন ব্যবস্থায় রেজিস্ট্রিকৃত ব্যবসায়ীরা অনলাইনে দুটো অংশের জটিল পদ্ধতিতে ওয়েবিল তৈরীর পরিবর্তে একটি অংশেই সহজ পদ্ধতিতে ওয়েবিল তৈরী করতে পারেন। ১৬.০৪.২০১২ থেকে অরেজিস্ট্রিকৃত ব্যবসায়ী বা ব্যক্তিগণও এখন অনলাইনে একই পদ্ধতিতে ওয়েবিল তৈরী করতে পারেন। এর জন্য এখন তাদের আর অফিসে আসার দরকার হয় না। বৃহৎ ব্যবসার ক্ষেত্রে ওয়েবিলের বিকল্প একটি ব্যবস্থা চালুর চেষ্টা করা হচ্ছে। এই ব্যবস্থায় বৃহৎ করদাতারা প্রভূত উপকৃত হবেন।

অডিট প্রক্রিয়া

আগেকার আইন অনুযায়ী অডিটে কোন অসামঞ্জস্য পাওয়া গেলে বাধ্যতামূলক ভাবে কর-নির্দ্ধারন প্রক্রিয়া শুরু করতে হত। ব্যবসায়ী অডিট রিপোর্ট মেনে কর জমা দিলেও কর-নির্দ্ধারন প্রক্রিয়ার হাত থেকে রেহাই পেতেন না। সরকার আইনে পরিবর্তন এনেছেন যাতে কোন ব্যবসায়ী যদি অডিট রিপোর্ট মেনে কর জমা দিয়ে দেন, তাহলে আর করনির্দ্ধারন প্রক্রিয়া শুরু হবে না। কোন ব্যবসায়ী যদি অডিট রিপোর্ট নাও মেনে নেন, তাহলেও কর-নির্দ্ধাকর প্রক্রিয়া শুরু হবে না। সে ক্ষেত্রে অডিট রিপোর্টটি নিদিষ্ট কিছু সময়ের পরে আইনের বলে নিজের থেকেই ডিমান্ড নোটিশি রূপান্তরিত হবে।

স্বনিরিক্ষার বিবরণ

পূর্বে কোন ব্যবসায়ীর বাৎসরিক বিক্রির পরিমান ১.৫ কোটি টাকার বেশী হলে, তাঁকে চাটার্ড একাউনটেন্ট বা কষ্ট একাউনটেন্টের তৈরী অডিট রিপোর্টের সঙ্গে এক কপি লাভ-ক্ষতির বিবরণ ও ব্যালান্স সীট দাখিল করতে হয়। ছোট ব্যবসাযীদের সুবিধার্থে বিক্রীর ঐ সীমাকে ১.৫ কোটি টাকা থেকে বাড়িয়ে ৩.০ কোটি টাকা করা হয়েছে। যে সমস্ত ব্যবসায়ীর বাৎসরিক বিক্রীর পরিমান তার কম, তাদের ক্ষেত্রে ঐ অডিট রিপোর্টের পরিবর্তে একটি 'স্বনিরিক্ষিত বিবরণ' জমা দিলেই চলবে।

ডিমড্ এসেসমেন্ট

সংশ্লিষ্ট আইনে ২০১১ সালের ডিসেম্বরের রিটার্ন থেকে ডিমড্ এসেসমেন্টর সংস্থান কার হয়েছিল। এই সংস্থানের ফলে কোন ব্যবসায়ী রিটার্ন ও যথাযথ কর জমা দিলে তার কর-নির্দ্ধারণ হয়ে গেছে বলে ধরে নিতে হত। এই সুযোগ দেওয়া হয়েছিল সেই সব ব্যবসায়ীকে যাদের বাৎসরিক বিক্রীর পরিমাণ ৩ কোটি টাকার নীচে ছিল। আরো বেশী সংখ্যক ব্যবসায়ীকে সুবিধা দেওয়ার জন্য ঐ সীমাকে ৩ কোটি টাকা থেকে বৃদ্ধি করে ৫ কোটি টাকা করা হয়েছে। আইনের এই পরিবর্তনের ফলে কর-নির্দ্ধারণের জন্য বাণিজ্যকর অফিসে ব্যবসায়ীর কোন ব্যক্তিগত উপস্থিতি বা শুনানীর প্রয়োজন হচ্ছে না।

শিলিগুড়িতে আপীল ক্যাম্প

পশ্চিমবঙ্গ বাণিজ্যকর আপিলেট ও রিভিসনাল বোর্ডের অফিস কোলকাতায়। রাজ্যের যে কোন স্থানের ব্যবসায়ীকেই বোর্ডের কাছে আপীল মামলার জন্য কোলকাতায় আসতে হয়। উত্তরবঙ্গের জেলাগুলি থেকে কোলকাতার দূরত্ব বিবেচনা করে ঐ স্থানের ব্যবসায়ীদের সুবিধার্থে শিলিগুড়িতে বোর্ডের তিনমাসে একবার ক্যাম্প অফিস করার ব্যবস্থা করা হয়েছে।

অনলাইনে কর জমা

২০১০-১১ সালের শেষ পর্য্যন্ত মাত্র তিনটি সরকারী ক্ষেত্রের ব্যাঙ্ক মারফৎ অনলাইনে বানিজ্যকর ও বৃত্তিকর দেওয়া যেত। বর্তমানে এগারোটি সরকারী ক্ষেত্রের ব্যাঙ্ক অনলাইনে বানিজ্যকর ও বৃত্তিকর জমা নিতে পারে। ফলে ব্যবসায়ীদের কাছে ব্যাঙ্ক বেছে নেওয়ার সুযোগ অনেকটাই বেড়ে গেছে। আশা করা যায় যে ২০১২-১৩-র মধ্যে বাকী সরকারী ব্যাঙ্কগুলিও অনলাইনে বাণিজ্যকর ও বৃত্তিকর জমা নিতে পারবে। অনলাইনে কর জমা দেওয়ার সুযোগ থাকায় ব্যবসায়ীকে ব্যাঙ্ক-কাউন্টারে দীর্ঘ লাইনে দাঁড়াতে হয় না এবং তিনি যে কোন যায়গা থেকে দিনের যে কোন সময় কর জমা দিতে পারেন।

ব্যাঙ্কের কাউন্টারে কর জমার লাইন (আগে)

মাউসক্লিক -এ কর জমা (এখন)

আরও সহায়তা কেন্দ্রের নথিভূক্তিকরণ

বাণিজ্যকর বিভাগের বিভিন্ন বৈদ্যুতিন পরিষেবাগুলির বৃদ্ধির সাথে সাথে রাজ্যের প্রত্যেক অংশে আরো বেশী সংখ্যক সহায়তা কেন্দ্রের (কমন সার্ভিস সেন্টার) নথিভূক্তিকরণের দাবী উঠেছিল। সেই কারণে সরকার গত এক বছরে আরো অনেকগুলি সহায়তা কেন্দ্রকে নথিভূক্ত করেছে যাতে, রাজ্যের যে কোন অংশে বসবাসকারী ব্যবসায়ী বা ব্যক্তি তাদের কাছাকাছি অন্তত একটি সহায়তা কেন্দ্র পান। ক্ষুদ্র ব্যবসায়ীরা সহায়তা কেন্দ্রের মাধ্যমে অনলাইনে রিটার্ন পেশ করলে তার ব্যয় সরকার বহন করে।

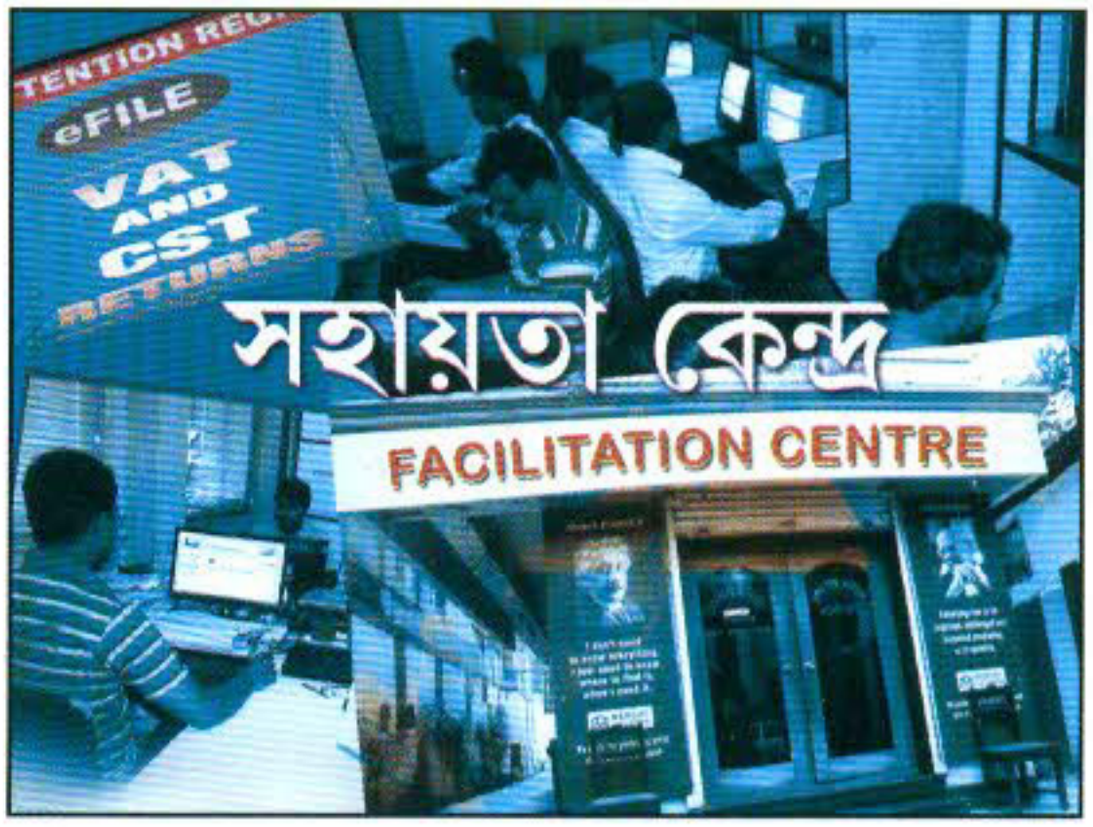

রিটার্ন তৈরির সহায়ক

অনেক ছোট ব্যবসায়ীর পক্ষে বিক্রয় ও মূল্যযুক্ত করের রিটার্ন ও অন্যান্য কর সংক্রান্ত নথিপত্র তৈরীতে পেশাদার ব্যক্তিদের দেওয়া পরিষেবার ব্যয় বহন করা কষ্টসাধ্য।

সেই কারণে রাজ্য সরকার পাবলিক-প্রাইভেট পার্টনারশিপ মডেলে মূল্যযুক্ত করের রিটার্ন ও কর সংকান্ত অন্যান্য কাজে সহায়তা দেওয়ার জন্য 'রিটার্ন তৈরীর সহায়ক' (VRPs) নামে একটি নুতন প্রকল্প চালু করেছে। এই প্রকল্পে স্নাতক যুবক/যুবতীদের স্বনিযুক্ত সহায়ক রূপে রিটার্ন তৈরী ও অন্যান্য কর সংক্রান্ত বিষয়ে প্রশিক্ষণ দেওয়া হবে। প্রাথমিক পর্য্যায়ে ২০১২-১৩ মধ্যে প্রায় ১০০০ জন স্নাতককে প্রশিক্ষণ দেওয়া হবে। প্রশিক্ষণের শেষে প্রত্যেক স্নাতককে বাণিজ্যকর দপ্তর থেকে একটি যোগ্যতার শংসাপত্র দেওয়া হবে। এর পর ঐ সহায়করা ব্যবসায়ীদের রিটার্ন তৈরী ও অন্যান্য কর সংক্রান্ত বিষয়ে পরিষেবা দিতে পারবেন। সংখ্যালঘু ও অনগ্রসর সম্প্রদায়ভুক্ত কর্মহীন স্নাতকদের প্রশিক্ষণ-ব্যয়ের একটি অংশ সরকার বহন করবে।

অনলাইনে কর ফেরৎ

শিল্প প্রতিষ্ঠানগুলিকে তাদের উৎপাদন ক্ষমতা বৃদ্ধির, আধুনিকীকরণ ও পণ্য বিপনন ব্যবস্থার উন্নতি সাধনে উদ্দেশ্যে কর (ভ্যাট ও কেন্দ্রীয় বিক্রয় কর) ফেরতের মাধ্যমে সহায়তা করা হয়।

আগে এই আর্থিক সহায়তা চেকের মাধ্যমে দেওয়া হত। এই কাগজী ব্যবস্থার সীমাবদ্ধতা সর্বজনবিদিত। এর অসুবিধাগুলি দূর করার উদ্দেশ্যে ৮.৭.২০১১ থেকে ক্ষুদ্র ও মাঝারী শিল্পগুলিকে ইলেকট্রনিক ক্লিয়ারেন্স ব্যবস্থায় তাদের ব্যাঙ্ক একাউন্টে সরাসরি এই সহায়তা-অর্থ জমা করা হয়।

কর ফেরতের প্রক্রিয়া

সার্টিফিকেটের দায় নিষ্পত্তি

১৯৯৪ সালে পঃ বঃ বিক্রয়করের অধীনে অনেক মামলার টাকা অনাদায়ী হয়ে পড়ে আছে। এই আইনে একটি সংশোধ এনে অনাদায়ী টাকার ব্যাপারে একটি নিষ্পত্তি প্রকল্প চালু করা হয়েছে। এই প্রকল্পে অনাদায়ী করের মাত্র ২৫ শতাং এবং পুঞ্জীভূত সুদের মাত্র ৫ শতাংশ (অধিকতম এক লক্ষ টাকা) জমা দিলেই মামলার নিষ্পত্তি হয়ে যায়

উন্নততর SMS পরিষেবা

সমস্ত প্রকারের বৈদ্যুতিন পরিষেবার জন্য বাণিজ্যকর বিভাগ SMS পরিষেবার ব্যবস্থা করেছে। কোন ব্যবসায়ী অনলাইনে রিটার্ন / রেজিস্ট্রেশনের দরখাস্ত / অভিযোগপত্র / ফর্ম ১৬ দাখিল করার পরে বা ওয়েবিল / টিডি / কেন্দ্রীয় বিক্রয়কর সংক্রান্ত ফর্ম তৈরী করার পরে SMS মারফৎ একটি মেসেজ পান। সর্বদাই SMS পরিষেবার পরিবর্তন বা উন্নতি ঘটানো চলছে।

অনলাইনে ১৬ নং ফর্ম জমার দ্বারা ইচ্ছা জানানো

ভ্যাট আইনে এক শ্রেণীর ব্যবসায়ীদের জন্য কম্পোজিশন প্রকল্পে সাধারণ করের হারের তুলনায় কমহারে করপ্রদানের সুযোগ আছে। এর জন্য রেজিস্ট্রিকৃত ব্যবসায়ীকে ১৬ নং ফর্মে ঐ প্রকল্পের মধ্যে আসার জন্য ইচ্ছা প্রকাশ করতে হয়। এর ভিত্তিতে তিনি ঐ প্রকল্পে ১৫R ফর্মে বাৎসরিক রিটার্ন বা ওয়ার্কস কন্ট্রাক্টর হলে ১৫ নং ফর্মে ত্রৈমাসিক রিটার্ন জমা দেওয়ার যোগ্য হন। পূর্বে এই ১৬ নং কাগজের ফর্ম নির্দিষ্ট অফিসে জমা করতে হত। এই ব্যবস্থায় প্রচুর ত্রুটি থাকত। এই ত্রুটিগুলি দূর করবার জন্য ১.৯.২০১১ থেকে ১৬ নং ফর্মে দরখাস্ত অনলাইনে যে কোন জায়গা থেকে যে কোন সময়ে দাখিল করার ব্যবস্থা করা হয়েছে।

অনলাইনে অভিযোগ

কর প্রশাসনে অভিযোগ জানানোর কোন প্রতিষ্ঠানিক ব্যবস্থা ছিল না। কোন একটি অভিযোগ পত্র জমা দিলে সেটির নিষ্পত্তির আগের স্তরে কোন খবরাখবর পাওয়া যেত না। ব্যাণিজ্যকর বিভাগ ১/২/২০১২ থেকে এ ব্যাপারে একটি বৈদ্যুতিন পরিষবা চালু করেছে। এই ব্যবস্থায় নাগরিকগণ অনলাইনে তাদের অভিযোগ জানাতে পারেন। অভিযোগ জানানো মাত্রই তিনি অনলাইনে প্রাপ্তি স্বীকারপত্র এবং SMS পাবেন। এ ব্যাপারে গোপনীয়তা রক্ষা করা হয় এবং অভিযোগকারী অনলাইনে তার অভিযোগের বর্তমান অবস্থা জানতে পারেন।

অভিযোগ জানানোর লিঙ্ক

উৎসমুখে কর কাটা

কোন অবিভাজ্য চুক্তির কাজে পণ্যের হস্তান্তর হলে তা বিক্রীর সমপর্যায়ভুক্ত হয় এবং হস্তান্তরিত পণ্যের উপর মূল্যযুক্ত কর দিতে হয়। আইনের ধারা অনুযায়ী ঠিকাদরকে টাকা দেওয়ার পূর্বে নির্দিষ্ট কর কেটে নিয়ে রাজ্য তহবিলে জমা দিতে হয় এব্যাপারে আগেকার ব্যবস্থাটি কাগজ ও ব্যক্তিকেন্দ্রিক ছিল। ঐ ব্যবস্থার ত্রটিগুলি দূর করার জন্য তথ্য-প্রযুক্তি সমৃদ্ধ একটি ব্যবস্থা ২৪.০১.২০১২ থেকে চালু করা হয়েছে। নতুন এই ব্যবস্থায় স্ক্রোল তৈরীর সাথে সাথে ডিডাকসন্ সার্টিফিকেটিও স্বয়ংক্রিয়ভাবে তৈরী হয়ে যায়। এই ব্যবস্থায় তথ্যভান্ডার গড়ে ওঠে এবং একই কাজ বারংবার করতে হয় না।

অনলাইনে কর-ফাঁকির খবর

কোন ব্যবসায়ীর কর-ফাঁকির খবর জানোনোর কোন প্রতিষ্ঠানিক ব্যবস্থা এ পর্যন্ত ছিল না। ০১/০২/২০১২ থেকে এ ব্যাপারে একটি পরিষেবা দেওয়া হয়েছে। কোন ব্যবসায়ীর কর-ফাঁকির দেওয়ার খবর কারো কাছে থাকলে তিনি অনলাইনে সেই খবর দিতে পারেন। খবর দাতার পরিচয় সম্পূর্ণভাবে গোপন রাখা হবে।

ট্রানসিট্ ডিক্লারেশনের পরিবর্তন

পশ্চিমবঙ্গের মধ্য দিয়ে এক রাজ্য থেকে অন্য রাজ্যে পণ্য পরিবহনের জন্য পরিবহনকারীকে একটি ঘোষণা করতে হয় যা সাধারণভাবে ট্রানসিট্ ডিক্লারেশন নামে পরিচিত।

যে সমস্ত পরিবহনকারী পশ্চিমবঙ্গের মধ্য দিয়ে পন্য পরিবহণ করেন, তারা বর্তমানে অনলাইনে ডিম্যাটেরিয়ালইড্ ট্রানসিট্ ডিক্লারেশন তৈরী করেন। পন্য পরিবহণের গাড়ী বাস্তবিকই পশ্চিমবঙ্গ ছেড়ে যাচ্ছে কিনা বা ঘোষণার কোন বিচ্যুতি ঘটেছে কিনা তা দেখার জন্য সরকার কিছু দিনের মধ্যে বার কোড সহ ট্রানসিট ডিক্লারেশন চালু করতে চলেছে। এই ব্যবস্থায় বৈদ্যুতিন প্রক্রিয়ায় পরিবহনের গাড়ীর যাতায়াত জানার সুবিধা হবে।

আপীল মামলার দ্রুত নিষ্পত্তির

আপীল মামলার দ্রুত নিষ্পত্তির জন্য বর্তমান সরকার কিছুদিন আগে পশ্চিমবঙ্গ আপিলেট ও রিভিসনাল বোর্ড থেকে ফাস্ট ট্রাক আপিলেট কর্তৃপক্ষের কাছে অনেকগুলি মামলা হস্তান্তরের ব্যবস্থা করেছিল। এ ব্যাপারে আরও উন্নতি সাধনের উদ্দেশ্যে আপীল ফোরাম গঠন করা হচ্ছে। এই আপীল ফোরাম একাধিক অফিসার নিয়ে গঠিত এবং বিবাদিত করের পরিমাণ ২০ লক্ষ টাকার বেশী হলে সেই মামলাগুলি এই ফোরাম নিষ্পত্তি করবে।

বিগত এক বছরে দেওয়া অনলাইন পরিষেবা

১. অনলাইনে ভ্যাট ফেরৎ এবং ইসিএস ব্যবস্থার মাধ্যমে জমা (৮.৭.২০১১ থেকে)

২. শিল্পোন্নতির জন্য আর্থিক সহযোগিতা ইসিএস ব্যসস্থার মাধ্যমে (৮.৭.২০১১ থেকে)

৩. ই-রেজিস্ট্রেশন এবং ডিম্যাটেরিয়ালইড্ সার্টিফিকেটের ব্যবস্থা (১.৮.২০১১ থেকে)

৪. ১৯৯৪ সালের বিক্রয়কর আইনে ই-রিটার্ন (২০.৭.২০১১ থেকে)

৫. কম্পোজিসন প্রকল্পে ১৬ নং ফর্ম অনলাইনে দাখিল (১.৯.২০১১ থেকে)

৬. অনলাইনে একপাতার ওয়েবিল (২৪.১.২০১২ থেকে)

৭. অনলাইনে অনুযোগ জানানোর পরিষেবা (২৪.১.২০১২ থেকে)

৮. অনলাইনে কর ফাঁকির খবর জানানোর পবিষেবা ৯২৪.০১.২০১২ থেকে)

৯. উৎসুখে কর কাটার পরিষেবা (২৪.০১.২০১২) থেকে

১০. শিল্পোন্নয়নে আর্থিক সহযোগিতার জন্য অনলাইনে দরখাস্ত (২৪.০১.২০১২) থেকে

১১. অরেজিস্ট্রিকৃত ব্যবসায়ীদের জন্য অনলাইনে ওয়েবিল (১৬.০৪.২০১২) থেকে

বাণিজ্যকর বিভাগের সমস্ত বৈদ্যুতিন পরিষেবা বিভাগের ওয়েবসাইট www.wbcomtax.gov.in মারফৎ পাওয়া যায়।

কর কাঠামোকে যুক্তিগ্রাহ্য করা

১) মোটরগাড়ীর কর বিক্রীর দামের অন্তর্ভূক্ত হবে না

আগেকার আইনের মোটরগাড়ীর করকে বিক্রীর দামের অন্তর্ভূক্ত করা হত এবং তার উপর মূল্যযুক্ত কর লাগু করা হত। সম্প্রতি সরকার আইনে পরিবর্তন এনেছে যাতে মোটরগাড়ীর কর বিক্রীর দামের অন্তর্ভূক্ত না হয়। কর আইনে বিক্রীর দামের সংজ্ঞাকে সেই অনুযায়ী পরিবর্তন করা হয়েছে।

২) মোটরগাড়ীর যন্ত্রাংশের উপর ইনপুট-ট্যাক্স ক্রেডিট

পূর্বের আইন অনুযায়ী মোটরগাড়ীর মেরামতি কাজে ব্যবহৃত মোটরগাড়ীর যন্ত্রাংশের উপর ইনপুট ট্যাক্স ক্রেডিটের সুবিধা ওয়ার্কস কন্ট্রাক্টররা পেতেন না। আইনকে সদর্থক ও যুক্তিগ্রাহ্য করে তোলার উদ্দেশ্যে ভ্যাট-আইনের নেগেটিভ তালিকায় পরিবর্তন করা হয়েছে, যার ফলে ঐ সমস্ত দ্রব্য ব্যবহার করে মেরামতির কাজ করলে ব্যবসায়ীরা এখন ইনপুট ট্যাক্স ক্রেডিটের সুবিধা পাবেন।

৩) ছোট খাবার দোকানের জন্য কম্পোজিশন ব্যবস্থার সম্প্রসারণ

ছোট রেস্তোরা দোকান এবং ধাবা, যাদের বাৎসরিক বিক্রীর পরিমাণ ১৫ লক্ষ টাকার নীচে ছিল, তারা কম্পোজিশন প্রকল্পে ১৩.৫ শতাংশ মূল্যযুক্ত করের পরিবর্তে ৪ শতাংশ হারে কর দিতেন। এই ধরণের আরো বেশি সংখ্যক ব্যবসায়ীকে সুবিধা দেবার উদ্দেশ্যে বাৎসরিক বিক্রীর পরিমাণের সীমা ১৫ লক্ষ টাকা থেকে বৃদ্ধি করে ২৫ লক্ষ টাকা করা হয়েছে।

৪) কর্মচারীদের বৃত্তিকর ছাড়ের সীমার পরিবর্তন

অপেক্ষকৃত অল্প বেতনের কর্মচারীদের স্বস্তি দেওয়ার উদ্দেশ্যে বৃত্তিকর ছাড়ের সীমার পরিবর্তন করা হয়েছে। ঐ সীমা মাসে ৩০০০ টাকার পরিবর্তে ৫০০০ টাকা করা হয়েছে। এছাড়া নিয়োগকর্তাদের সুবিধার্থে বৃত্তিকরে 'ডিমড্ এসেসমেন্টের' সংস্থান করা হয়েছে।

সম্পত্তি রেজিস্ট্রেশন ও স্ট্যাম্প রাজস্ব

ক্ষুদ্র ও মাঝারি মাপের জমির মালিকদের স্বর্থ রক্ষার জন্য

মূলত ক্ষুদ্র ও মাঝারি মাপের জমির মালিকগণ যাঁরা প্রোমোটার ও ডেভলপারদের সাহায্যে নিজেদের জমির উপরে বহুতল বানাতে চান, তাঁদের সুবিধার জন্য তাঁদের চুক্তিপত্র রেজিস্ট্রির সময় তুলনামূলকভাবে কম স্ট্যাম্প ডিউটি ধার্যের ব্যবস্থা করা হয়েছে। ইতিপূর্বে ভারতীয় স্ট্যাম্প আইনের পশ্চিমবঙ্গের শিডিউলে এই ধরনের চুক্তিপত্র না থাকায় জমির মালিকগণের নানা জটিলতায় জড়িয়ে পড়ার সম্ভাবনা থেকে যেত। সেই অসুবিধা এবার দূরীভূত হবে।

রেজিস্ট্রেশনের বিগত তিরিশ বছরের পুরোনো তথ্য সংরক্ষণ

কম্প্যুটার চালু হওয়ার আগের তিরিশ বছরের রেজিস্ট্রেশনের পুরোনো তথ্য যাতে নষ্ট হয়ে না যায়, সে কারণে তথ্যগুলি নতুন করে কম্পিউটারের মাধ্যমে সংরক্ষিত করার প্রকল্প হাতে নেওয়া হয়েছে। এই প্রকল্পের না, লিগ্যাসি ডাটা রেকর্ড সিস্টেম। প্রাথমিকভাবে পাইলট প্রজেক্ট হিসাবে দক্ষিণ ২৪-পরগণা জেলার আলিপুরে ও ডায়মন্ডহারবার অফিসে এই কাজের সমাপ্তি হয়েছে।

জাতীয় ভূমি লেখ্য আধুনিকীকরণের ব্যবস্থা

রেজিস্ট্রি অফিসের সঙ্গে স্থানীয় ব্লক ভূমি ও ভূমি সংস্কার অফিসের সংযোগ সাধনের পরিকল্পনা দ্রুত রূপায়িত হতে চলেছে। রেজিস্ট্রি অফিসে কোনও সম্পত্তি নিবন্ধীকৃত হলে সেই তথ্য তৎক্ষণাৎ বি এল আর ও-র কাছে পৌঁছে যাবে। অনুরূপভাবে, রেজিস্টারিং অফিসারও জমির রেকর্ড বা পরচা দেখতে পারবেন। ফলে জমির মালিকানা নির্ধারণের জন্য রেকর্ড পরিবর্তনের দ্বারা মিউটেশনের কাজে দ্রুততা ও স্বচ্ছতা আসবে। প্রাথমিক ভাবে হাওড়া জেলার রানিহাটি এ ডি এস আর অফিসের সঙ্গে পাঁচলা ও সাঁকরাইল ভূমি সংস্কার অফিসের সংযোগ সাধন ইন্টারনেটের মাধ্যমে সম্পন্ন হয়েছে এবং তথ্য আদান প্রদানের কাজে গতির সঞ্চার হয়েছে।

রেজিস্ট্রি অফিসের আধুনিকীকরণ

রেজিস্ট্রি অফিসগুলির আধুনিকীকরনের লক্ষ্যে দক্ষিণ ২৪ পরগনার জেলা নিবন্ধকের অফিসে চালু হতে চলেছে এডভান্স কিউ ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম। রেজিস্টারিং অফিসারের কাছে দলিল দাখিল করার সময় দাখিলকারকের হাতে ক্রমিক নং যুক্ত একটি টোকেন দেওয়া হবে। ইলেকট্রনিক বোর্ডের লেখা থেকে জানা যাবে তাঁর দলিলখানির অগ্রগতির কথা। দূর দূরান্ত থেকে আসা জনসাধারণ হয়রানির হাত থেকে মুক্তি পাবেন। দলিলের নিবন্ধীকরণ সম্পূর্ণ হলে দাখিলকারকের মোবাইলে এস.এম.এসের মাধ্যমে জানানো হবে যে তিনি এবার দলিলটি সংগ্রহ করতে পারে।

সম্পত্তি রেজিস্ট্রেশনের জন্য ই-স্ট্যাম্পিং

পশ্চিমবঙ্গে চালু হতে চলেছে ইন্টারনেট ব্যাঙ্কিংয়ের মাধ্যমে স্ট্যাম্প ডিউটির মূল্য প্রদানের আধুনিক পদ্ধতি। এই পদ্ধতি সম্পূর্ণভাবে নিরাপদ, ত্রুটিহীন, সময় সাশ্রয়কারী ও দিনের ২৪ ঘন্টা ব্যবহারযোগ্য। রেজিস্ট্রিতে ইচ্ছুক ব্যক্তি নিজের ইন্টারনেট ব্যাঙ্কিং সুবিধাযুক্ত একাউন্ট থেকে স্ট্যাম্প ডিউটির টাকা ও রেজিস্ট্রেশন ফি জমা দিতে পারবেন। যাঁদের এই ধরনের একাউন্ট নেই, তাঁরা এজেন্সি ব্যাঙ্কের কাউন্টারেও এই পদ্ধতিতে টাকা জমা দিতে পারবেন। এজন্য তাঁকে অতিরিক্ত খরচও করতে হবে না।

রেজিস্ট্রেশন দপ্তরে কম্প্যুটারাইজেশন

আরো ৬ টি নতুন কম্প্যুটার ব্যবস্থা চালু করা হয়েছে। কালিম্পং -এর অফিস কম্প্যুটার ব্যবস্থা মে মাসের মধ্যে চালু হয়ে যাবে। এর ফলে রাজ্যের মোট ২৩৯টি অফিসেই কম্পুটার ব্যবস্থা চালু হয়ে যাবে।

অর্থ দপ্তরে সংস্কার

সরকারী কর্মচারীদের বেতন ইলেকট্রনিক ক্লিয়ারিং ব্যবস্থার মাধ্যমে

রাজ্য সরকার ইলেকট্রনিক ক্লিয়ারিং ব্যবস্থার মাধ্যমে সরকারী কর্মচারীদের ব্যাঙ্ক একাউন্টে বেতন সরাসরি জমা করার ব্যবস্থা করেছে। বর্তমান সরকার সরকারী কর্মচারীদের সাথে সাথে মিউনিসিপ্যালিটি/পঞ্চায়েত ইত্যাদির মতো স্বশাসিত সংস্থায় ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে কর্মরত কর্মচারীদেরও বেতনের বিল বাধ্যতামূলক ভাবে নির্দিষ্ট প্রক্রিয়াতে (COSA) তৈরীর জন্য উদ্যোগ নিয়েছে। সরকার তথ্য-প্রযুক্তির যন্ত্রপাতি কেনা এবং প্রয়োজনীয় পরিকাঠামো তৈরীর জন্য সংশ্লিষ্ট ডিডিওদের অনুমোদন দিয়েছে এবং কিছু সংস্থার সঙ্গে চুক্তি করেছে যারা ঐ ডিডিও অফিসগুলিতে প্রয়োজনীয় কারিগরী সহায়তা দেবেন। এই ব্যবস্থার ফলে সরকারের পক্ষে এই ধরনের সমস্ত কর্মচারীদের বিশদ বিবরণ পাওয়া যাবে, যা দিয়ে সরকার জনসম্পদ ব্যবহারের যথাযথ পরিকল্পনা করতে পারবে।

ড্রইং ও ডিসবার্সিং অফিসের বিকেন্দ্রীকরণ

বিভিন্ন প্রশাসনিক দপ্তরের ডিডিও-র কাজ যা অর্থ দপ্তরের একাউন্টস্ অফিসে কেন্দ্রীভূত ছিল, তা সংশ্লিষ্ট প্রশাসনিক দপ্তরে বিকেন্দ্রীকরণ করা হয়েছে। এর ফলে প্রশাসনিক দপ্তরগুলিতে দপ্তরের হিসাব সংক্রান্ত কাজে নিজস্ব ডিডিও-র ব্যবস্থা চালু হয়েছে।

ফাইলের হদিশ জানার ব্যবস্থা

প্রত্যেক দিন প্রচুর সংখ্যক ফাইল অর্থ দপ্তরে আসে এবং অর্থ দপ্তর থেকে চলে যায়। ফাইলের বর্তমান অবস্থান জানার কোন নির্ভরযোগ্য পদ্ধতি না থাকায়, মাঝে মাঝে ফাইলের হদিশ পাওয়া ও দ্রুত ব্যবস্থা নেওয়া কঠিন হয়ে পড়ে। বর্তমানের এই ব্যবস্থা কাগজ ও ব্যক্তি-কেন্দ্রিক এবং অস্বচ্ছ। ফাইলের হদিশ জানা ও কাজ করার জন্য আধুনিক ওয়েব-ভিত্তিক ব্যবস্থা অর্থ দপ্তরে চালু করা হচ্ছে। এর ফলে সংশ্লিষ্ট দপ্তরগুলি নেটওয়ার্কের মাধ্যমে তাঁদের ফাইলের বর্তমান অবস্থা জানতে পারবেন।

বিভিন্ন দপ্তরে অর্থ উপদেষ্টা ব্যবস্থা

বর্তমানে প্রশাসনিক দপ্তরগুলিকে তাদের উপর অর্পিত আর্থিক ক্ষমতার বাইরের ব্যয় অনুমোদনের জন্য অর্থ দপ্তরে আসতে হয়। উন্নয়ন ও কল্যানমূলক কাজে দ্রুত পরিকল্পনা গ্রহণ ও তার রূপায়নের স্বার্থে সরকার প্রশাসনিক দপ্তরগুলির আর্থিক ক্ষমতা বৃদ্ধি করার এবং আর্থিক ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে প্রশাসনিক দপ্তরগুলির দক্ষতা বাড়ানোর জন্য কিছু আর্থিক নিয়ন্ত্রণ অর্থদপ্তর থেকে প্রশাসনিক দপ্তরগুলিতে বিকেন্দ্রীকরনের সিদ্ধান্ত নিয়েছে।

এই উদ্দেশ্যগুলি মনে রেখে প্রশাসনিক দপ্তরগুলিতে ধাপে ধাপে অর্থ-উপদেষ্টা চালু করা হচ্ছে। নতুন ব্যবস্থাতে অর্থ-উপদেষ্টাগন অর্থদপ্তরে পাঠানোর পরিবর্তে সংশিষ্ট প্রশাসনিক দপ্তরেই প্রকল্পের উপরে সমস্ত ব্যয়ের প্রস্তাবের বিস্তারিত আর্থিক পরীক্ষা করতে পারবেন। নতুন এই ব্যবস্থা প্রথমে ছয়টি দপ্তরে চালু হয়েছে।

অখন্ড আর্থিক ব্যবস্থাপনা

সরকারী তহবিলের দক্ষ পরিচালনা ও সরকারী হিসাবের সুষ্ঠ ব্যবস্থাপনার জন্য অর্থদপ্তরে বৈদ্যুতিন পদ্ধতিযুক্ত একটি অখন্ড আর্থিক ব্যবস্থাপনার উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। প্রকল্পের বিস্তারিত বিবরণ তৈরী হয়েছে এবং এর উপর কাজ করা হচ্ছে। এই সমস্ত উদ্যোগের ফলে অর্থদপ্তরের পরিষেবা ও কাজকর্মের প্রভূত উন্নতি ঘটবে।

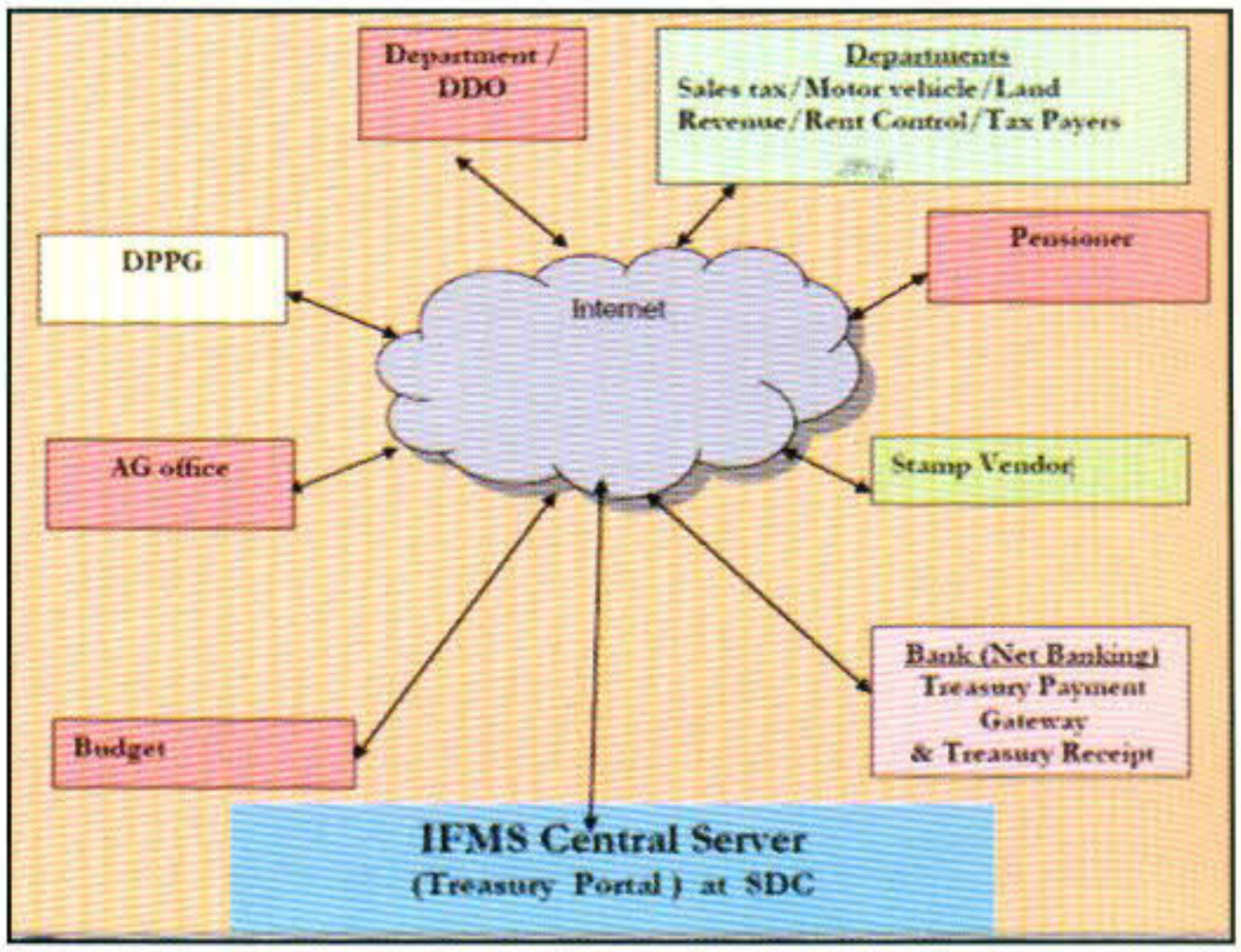

চিঠিপত্র পাঠানোর নতুন ব্যবস্থা

এ পর্য্যন্ত রাইটার্স বিল্ডিংস, নব সচিবালয় ভবন, ভবানীভবন ও পূর্তভবনে অবস্থিত বিভিন্ন অফিসের সমস্ত চিঠি পত্র, ফাইল ইত্যাদি ঐ চারটি ভবনের কেন্দ্রীয় প্রেরণ অপিসের মারফৎ পাঠানো হত। এই ব্যবস্থায় চিঠিপত্র ও ফাইল ইত্যাদি যেতে দেরী হত এবং নথিপত্রের হদিশ পেতেও মাঝে মাঝে অসুবিধা হত।

এই অসুবিধাগুলি দূর করার জন্য নতুন একটি ব্যবস্থা চালু করা হয়েছে। এই ব্যবস্থায় ডাক বিভাগ থেকে চিঠিপত্র, ফাইল ইত্যাদি নিয়ে নেবে এবং সেগুলি দ্রুত পাঠিয়ে দেবে। চিঠিপত্র ইত্যাদি পাঠানোর জন্য আনুসাঙ্গিক কাজগুলিও ডাক বিভাগ নিজেরা করে নেবে।

ই-টেন্ডার ব্যবস্থা

টেন্ডার আহ্বান করার পদ্ধতিতে দায়বদ্ধতা ও স্বচ্ছতার সমন্বয়ে উন্নতি ঘটানোর লক্ষ্যে বর্তমান সরকার কেন্দ্রীকৃতভাবে ই-টেন্ডারিং ব্যবস্থা চালু করেছে। রাজ্য সরকারের সমস্ত দপ্তর, কেবলমাত্র এই উদ্দেশ্যে তৈরী করা পোর্টালে (www.wbtenders.gov.in) টেন্ডার আহ্বান করারা নোটিশ ও অন্যান্য সংশ্লিষ্ট নথিপত্র প্রকাশ করবেন। টেন্ডারের অর্থমূল্য যদি ৫০ লক্ষ টাকার বেশী হয়, তা'হলে এই ব্যবস্থা বাধ্যতামূলক। ঐ টাকার কম হলেও দপ্তরের কতৃপক্ষ ইচ্ছা করলে এই ব্যবস্থার সুযোগ নিতে পারেন। ই-টেন্ডারের এই ব্যবস্থা সরকারী ক্রেতা/ভোক্তা ও বিক্রেতা/পরিষেবাদাতা উভয়কেই উপকৃত করবে।

বনদপ্তরে আর্থিক ব্যবস্থাপনা

এ পর্যন্ত বনদপ্তরের অফিসারগণ তাদের অফিসের খরচের জন্য নিজেরাই চেকের মাধ্যমে টাকা তুলতেন। রাজ্য সরকার উন্নততর আর্থিক ব্যবস্থাপনা সুনিশ্চিত করার জন্য নতুন নির্দেশিকা তৈরী করেছে। নতুন এই ব্যবস্থায় বনদপ্তরের অফিসারগণ সংশ্লিষ্ট ট্রেজারী থেকে বিল জমা দিয়ে অফিসের সাধারণ খরচের জন্য এবং অন্যান্য উন্নয়নমূলক ও রক্ষণাবেক্ষনের জন্য লেটার অফ ক্রেডিটের ভিত্তিতে টাকা তুলবেন।

আবগারী দপ্তর

দপ্তরে নিবারণমূলক কাজ

গত এক বছরে নিবারক কাজের উপর বিশেষ জোর দেওয়া হয়েছে যাতে চোলাই মদের ব্যবহার এবং মদের বেআইনি আমদানী বন্ধ করা যায়। আবগারী আইন লঙঘনের জন্য ২০১১-১২ সালে ৫১২১০ টি কেস তৈরী এবং ৬৭৮২ জনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছিল।

ই-গভর্নেন্স

(ক) আবগারী দপ্তরে একটি ওয়েবসাইট চালু হয়েছে।

(খ) ন্যাশনাল ইন্‌ফরমেটিকস্ সেন্টারের নেটওয়ার্কের মাধ্যমে দপ্তরকে যুক্ত করা হয়েছে।

(গ) ব্যাঙ্কের মাধ্যমে অনলাইনে শুল্ক ও ফী জমা দেওয়ার ব্যবস্থা করা হয়েছে।

(ঘ) মদ আমদানীর জন্য প্রয়োজনীয় মডুউল তৈরী করা হয়েছে।

(ঙ) *x*-PERT মডুলের মাধ্যমে নিবারক তথ্য এবং মাসিক রাজস্ব সংগ্রহের খবর আসছে।

দেশী মদের উপর এড্-ভেলোরেম ডিউটি

১লা এপ্রিল থেকে দেশী মদের উপর এড্ ভেলোরেম ডিউটি চালু করা হয়েছে। এর ফলে রাজস্ব কাঠামো সহজতর হবে এবং অতিরিক্ত রাজস্ব সংগ্রহ হবে।